বহরমপুরে প্রশাসনিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রীর জোর পর্যটন থেকে বিড়ি শিল্পে

পরাগ মজুমদার, বহরমপুর : বহরমপুরের প্রশাসনিক বৈঠকে পর্যটন, বিড়ি শ্রমিক ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থার ওপর বিশেষ জোর দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন মুর্শিদাবাদ জেলায় পর্যটন শিল্পের বিকাশে একাধিক প্রকল্পের শিলান্যাস করেন । পাশাপাশি, মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ক্যান্সার প্রকল্প, গ্রামীণ সড়ক যোজনার অধীনে ১৩টি রাস্তার উদ্বোধন ও বেশ কয়েকটি সেতু শিল্যানাস করেন তিনি। এছাড়াও ভগবানগোলা, সাগরদিঘী নওদায় কয়েকটি রাস্তার, ১১টি কমিউনিটি বাথরুমের শিলান্যাস ও বহরমপুর পুরসভার ১১টি পুর স্বাস্থ্যকেন্দ্র প্রকল্পের সূচনাও করেন। দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ গোরাবাজার ও খাগড়ার বৈদ্যুতিক চুল্লি। এই দুটিকে সংস্কারের নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। এছাড়াও একাধিক প্রকল্পের উদ্বোধন করেন তিনি। শুধু তাই নয়, জেলার আর্থ সামাজিক পরিকাঠামোর উন্নয়নের উপর জোর দেন তিনি। বিশেষত, বিড়ি শ্রমিকদের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। প্রসঙ্গত, বিড়ি শিল্পের ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে মুর্শিদাবাদের অর্থনীতি। বহু মানুষ এই শিল্পের ওপর নির্ভরশীল। করোনা ও লকডাউনের পর বিড়ি শ্রমিকদের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। বিড়ি শ্রমিকদের সুরক্ষার জন্য জাতীয় স্তরে আন্দোলনের কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী।

কপ্টার দুর্ঘটনায়

৩ পাতার পর

ঢেকে গেছে দুর্ঘটনাস্থল। আগুনের শিখাও দেখা যায়। স্থানীয় বাসিন্দা আর পুলিশকর্মীরাই প্রাথমিক উদ্ধারকাজে হাত লাগান। ৫ জনের ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়। অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় বাকিদের নীলগিরি জেলার সেনা ক্যান্টনমেন্ট হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া। কয়েকটি দেহ এতটাই পুড়ে গিয়েছিল যে পরিচয় জানতে ডিএনএ পরীক্ষা করানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্ট্যালিন জখমদের জন্য সেরা চিকিৎসার বন্দোবস্ত করতে স্থানীয় প্রশাসনকে সব রকম সহযোগিতা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কোয়েম্বাত্তুর থেকে ডাক্তারদেরও কুন্নুরে পাঠানো হয়। কোয়েম্বাত্তুর ও ওয়েলিংটন থেকে ৮টি অ্যাম্বুল্যান্স আর মেডিক্যাল টিমও দুর্ঘটনাস্থলে যায়। জঙ্গলঘেরা এলাকা হওয়ায় দুর্ঘটনাস্থলে পৌঁছোতে উদ্ধারকারীদের বেগ পেতে হয়।

দুর্ঘটনার খবর আসার পরই দিল্লিতে বিপিন সিং রাওয়াতের বাসভবনে গিয়ে তাঁর পরিজনদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। গিয়েছিলেন সেনাপ্রধান জেনারেল এম এম নারাভানে আর উত্তরাখণ্ডের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তিরথ সিং রাওয়াতও। দিল্লিতে জেনারেল বিপিন সিং রাওয়াতের বাসভবনের নিরাপত্তা বাড়িয়ে দেওয়া হয়। তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্ট্যালিনের নির্দেশে দুর্ঘটনাস্থলে যান তামিলনাড়ুর এক মন্ত্রীও। পরে সন্ধ্যায় চেন্নাই থেকে কোয়েম্বাত্তুর বিমানে এসে সেখান থেকে সড়ক পথে কুন্নুর আসেন স্ট্যালিন। দুর্ঘটনার খবর দিল্লিতে পৌঁছোনোর পরই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে এব্যাপারে জানান প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। বুধবার বিকেলে প্রধানমন্ত্রী মোদীর বাসভবনে প্রতিরক্ষা বিষয়ক ক্যাবিনেট কমিটির বৈঠক বসে। দুর্ঘটনার খবর পাওয়ার পরই মুম্বইয়ের রাজভবনে রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের অনুষ্ঠান বাতিল করা হয়। রাজভবনের দরবার হলের উদ্বোধন করার কথা ছিল রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের।

সরকারি কর্মীদের ওপর

৩ পাতার পর

বৈঠক থেকেও দুয়ারে রেশন প্রকল্প নিয়েও গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, 'রেশন নেওয়ার জন্য আর সাধারণ মানুষকে হাঁটতে হবে না। পাড়ায় রেশন দেওয়ার ব্যবস্থা চালু করা হচ্ছে। মানুষের সুবিধার জন্য দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়া হবে রেশন সামগ্রী।' ১ থেকে ১০ জানুয়ারি আর ২০ থেকে ৩০ জানুয়ারি পর্যন্ত চলবে দুয়ারে সরকার। এদিনের প্রশাসনিক পর্যালোচনা বৈঠক থেকে কর্মসংস্থানের ওপর বিশেষ জোর দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। চাকরির ক্ষেত্রে স্থানীয় ছেলেমেয়েদের প্রাধান্য দিতে হবে। জানতে হবে আঞ্চলিক ভাষা। রাজ্য সরকারের চাকরির ক্ষেত্রে এমনই নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদীকে বিষয়টি খতিয়ে দেখার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। সরকারি কর্মচারীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, 'চাকরির সময় যেন সংশ্লিষ্ট সেই রাজ্যের লোকই চাকরি পান। আমি সব রাজ্যের জন্যই বলছি। বাংলা হলে পশ্চিমবঙ্গের জন্য। বাংলায় যাঁরাই বাস করুন ভাষায় তাঁর রাজবংশী হতে পারে, কামতাপুরি হতে পারে আবার হিন্দিও হতে পারে। আমার কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু বাংলা ভাষাটা জানতে হবে। আমি কেন্দ্রীয় সরকারি চাকরির কোনো নিয়মের কথা বলছি না। কারণ সেখানে সব রাজ্যের ছেলেমেয়েদের নিয়োগ করা হয়। কিন্তু রাজ্য সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে মানতে হবে নিয়ম। রাজ্য সার্ভিসের ক্ষেত্রে যে কমিশন আছে সেখানে অন্য রাজ্যের কেউ ভালো নম্বর থাকায় চাকরি পেয়ে গেলেন কিন্তু নম্বর কম থাকায় চাকরি পেল না স্থানীয় ছেলেমেয়েরা। ফলে অন্য রাজ্যের প্রার্থী ভাষাটা জানেন না। একজন মানুষ যখন স্থানীয় প্রশাসকের কাছে যাচ্ছেন তিনি চিঠি পড়তে পারছেন না। উত্তর দিতে পারছেন না। স্থানীয় ভাষা জানা বাধ্যতামূলক। অন্য ভাষা জানলে কোনো অসুবিধা নেই। যেখানে কাজ করবেন সেখানকার স্থানীয় ভাষা জানা থাকতে হবে। আঞ্চলিক ভাষা জানতে হবে সরকারি কর্মীদের। যাঁরা জানেন না স্থানীয় ভাষা তাঁরা জেনে নিন। নাহলে মানুষ সমস্যার কথা চিঠি লিখে জানালে তা পড়বেন কী করে। এক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের সমস্যার কথা জানাতে অসুবিধা হয়।' সরকারি প্রকল্পের কাজ যাতে ঠিকমতো হয় সেদিকে নজর দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। পাশাপাশি মালদহে ১৬ একর জমির ওপর পোলট্রি ফার্ম তৈরি হলে বহু মানুষের চাকরি হবে বলেও জানান তিনি। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'কেন্দ্র রাজ্যকে বঞ্চনা করলেও সাধারণ মানুষের সুখ সুবিধার নিয়ে কোনো আপস করেনি রাজ্য। উন্নয়নের হচ্ছে রাজ্যে। আমরা কৃষকবন্ধু প্রকল্পে প্রতিটি কৃষককে ৫ হাজার থেকে বাড়িয়ে ১০ হাজার টাকা দিচ্ছি। এটা দেশে সর্বোচ্চ। মালদহের মূল সমস্যা ২টি ভাঙন ও সীমান্ত। বিএসএফ যেন নিজেদের এক্তিয়ারের ভিতরে কাজ করে। প্রতিটি থানাকে সে ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে।' রাজ্যের মহিলাদের জন্য রাজ্য সরকার লক্ষ্মীর ভাণ্ডার চালু করেছে রাজ্য সরকার। বুধবারের প্রশাসনিক বৈঠকের শুরুর দিকেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' নিয়ে আলোচনা করেন। সংশ্লিষ্ট আধিকারিককে তিনি জানান, এখনো অনেকের অ্যাকাউন্টেই টাকা ঢোকেনি। কী কারণে টাকা ঢোকেনি সে বিষয়টি খতিয়ে দেখার কথা বলেন। যাঁরা টাকা পাচ্ছেন না তাঁদের আবেদনপত্রে ভুল ত্রুটি থাকলে তা সংশোধন করে দেওয়ারও নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী।

রেলে গ্রুপ-ডি পদে সিবিটি টেস্ট

৩ পাতার পর

এই পরীক্ষা নিতে পারেনি রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট সেল। সারা ভারতে এই পদে দরখাস্ত জমা পড়েছিল ১ কোটি ১৫ লাখ। এর মধ্যে ফটো ও সিগনেচার আপলোড সংক্রান্ত কারণে ৪,৮৫,৬০৭ জনের যে দরখাস্ত বাতিল হয়েছিল, তাঁদের নতুন করে ফটো ও সিগনেচার আপলোড করার সুযোগ দিচ্ছে রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট সেল। ফটো ও সিগনেচার সংক্রান্ত কারণে যাদের দরখাস্ত বাতিল হয়েছে, তাঁরা ১৫ ডিসেম্বর থেকে ২৬ ডিসেম্বরের মধ্যে সংশ্লিষ্ট রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের ওয়েবসাইটে নির্দিষ্ট লিঙ্কে নতুন করে ফটো ও সিগনেচার আপলোড করতে পারবেন। কম্পিউটার বেসড টেস্টে ১০০টি অবজেক্টিভ মাল্টিপল চয়েজ টাইপের প্রশ্ন হবে এইসব বিষয়ে : ১) জেনারেল সায়েন্স-২৫ নম্বর, ২) অঙ্ক-২৫ নম্বর, ৩) জেনারেল ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড রিজনিং-৩০ নম্বর, ৪) জেনারেল অ্যাওয়ারনেস অ্যান্ড কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স-২০ নম্বর। সময় থাকবে দেড় ঘণ্টা। কলকাতা, রাঁচি, গুয়াহাটি রেল রিক্রুটমেন্ট সেলের বেলায় প্রশ্ন হবে বাংলায়। নেগেটিভ মার্কিং আছে। ৩টি প্রশ্নের ভুল উত্তরের জন্য প্রাপ্ত নম্বর থেকে ১ নম্বর কাটা হবে।

KANCHRAPARA MUNICIPALITY

The Following tender are invited by the Chairperson, Kanchrapara Municipality from well reputed Agency /Personnel through the Website **www.etenders.wb.nic.in.** Tender Notice No – 1953, Dt. 07/12/2021 for different Civil Work in different wards like ward No –16 & 17 Under Kanchrapara Municipality. Tender ID: 2021_MAD_355005_1 to 2 Last Date of Bid Submission 16/12/2021 up to 17.00 Pm.

S/D Sudama Roy
Chairperson,
Kanchrapara Municipality

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা

সিনিয়র ডিভিসনাল মেডিক্যাল অফিসার, মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা কর্তৃক ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে : **কাজের নাম :** ২৮/৫৫, এম. এন. সেন রোড, চণ্ডীতলায়, কলকাতা-৭০০০৪০ স্থিত মেট্রো রেলওয়ে হসপিটালের জন্য ক্যাজুয়ালটি পরিষেবার ব্যবস্থা। **চুক্তির মেয়াদ :** ১ বছর। **টেন্ডার মূল্য :** ₹ ৬০,৩৯,৪৫২.৩৭। **বন্ধ হওয়ার তারিখ ও সময় :** ১০.০১.২০২২ তারিখ বিকেল ৩টে। **নোটিস বোর্ডের অবস্থান :** উপরোক্ত ঠিকানায় চিফ মেডিক্যাল অফিসার, মেট্রো রেলওয়ের কার্যালয়। টেন্ডার নথি এবং আরও বিশদ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ই-টেন্ডার নং এইচওএসপি-১০২-ইএস-২১-২২

এসএসসির আইনজীবীকে এজলাস ছাড়ার হুকুম বিচারপতির

রুশি পাঁজা, কলকাতা : স্কুল সার্ভিস কমিশন (এসএসসি)'এর শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত মামলার শুনানি চলাকালীন নজিরবিহীন ঘটনা ঘটল কলকাতা হাই কোর্টে। আদালতের মধ্যে বিচারপতির সঙ্গে বাকবিতন্ডায় জড়িয়ে পড়লেন এসএসসি'র আইনজীবী। বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অভিযোগে এসএসসি'র আইনজীবীকে এজলাস ছাড়ার নির্দেশ দিলেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। বুধবার এ ঘটনার পরও এজলাস ছাড়তে অস্বীকার করেন এসএসসির আইনজীবী। তখন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে শেরিফকে ডেকে পাঠান বিচারপতি। অবশ্য শেরিফ আসার আগে তিনি এজলাস ছাড়েন। অলচিকিতে শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে অনিয়মের অভিযোগ উঠেছিল।

প্রয়াত সঙ্গীতশিল্পী চণ্ডীদাস মাল

ভাস্কর বিশ্বাস, হাওড়া: প্রয়াত বাংলাসঙ্গীত জগতের দিকপাল শিল্পী চণ্ডীদাস মাল। বুধবার সকালে বালিতে নিজ বাসভবনে মৃত্যু হয় তাঁর। বয়স হয়েছিল ৯২ বছর। পুরাতনী, আগমনী, টপ্পা, শ্যামাসঙ্গীত আর ঠুমরির কিংবদন্তি শিল্পী ছিলেন চণ্ডীদাস মাল। দীর্ঘদিন ধরে বার্ধক্যজনিত অসুস্থতায় ভুগছিলেন তিনি। ১৯২৯ সালের ৭ অক্টোবর হাওড়ার বালিতে জন্ম চণ্ডীদাসের। শৈশব থেকে সঙ্গীতচর্চার পরিবেশে বেড়ে ওঠেন তিনি। বাবা নারায়ণচন্দ্র মাল ও মা উষাঙ্গিনী মাল ২জনেই গান শিখতেন। আর তাঁর দাদু ছিলেন আরামবাগের দৌলতপুরের বিখ্যাত তবলিয়া ও শাস্ত্রীয় সঙ্গীত বিশারদ শশিভূষণ পাত্র। টপ্পা গানে পারদর্শী ছিলেন বাবা। মাত্র ৩ বছর বয়স থেকেই বাবার কাছে তালিম শুরু শিল্পীর। মাত্র ৭ বছর বয়সে তাঁর গান শুনে কেঁদে ফেলেছিলেন কৃষ্ণচন্দ্র দে। সনৎ সিংহের দাদা কিশোরীমোহন সিংহের কাছেই খেয়াল আর টপ্পার তালিম নিয়েছিলেন চণ্ডীদাস। টপ্পার তালিম নেন কালিপদ পাঠকের কাছেও। পাশাপাশি, দুর্গাদাস সেনের কাছে পুরাতনী, কৃষ্ণচন্দ্র দের কাছে খেয়াল, জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের কাছে ভজন, শৈলজারঞ্জন মজুমদারের

সঙ্গীতশিল্পী চণ্ডীদাস মাল

কাছে রবীন্দ্রসঙ্গীত, শচীনদাস মতিলালের কাছে ঠুমরির তালিম নিয়েছিলেন তিনি। রবীন্দ্রনাথের ভাঙা গানের অথরিটি, বিষ্ণুপুর ঘরানার শচীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছেও তালিম নিয়েছেন কিছু দিন। তবে শুধু গান নয়, তবলাও শিখেছিলেন এই শিল্পী। মাত্র ৭ বছর বয়সেই তিনি সারা বাংলা সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা পেয়েছিলেন। ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে অল ইন্ডিয়া রেডিওতে ও পরে দূরদর্শনের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন তিনি। বেশ কয়েকটি বাংলা চলচ্চিত্রে নেপথ্য শিল্পী ছিলেন চণ্ডীদাস মাল। রবীন্দ্রভারতী ও বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতনী বাংলা গানের শিক্ষকতাও করেছেন। শিল্পকলার জন্য পেয়েছেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য নৃত্য নাট্য সঙ্গীত ও দৃশ্যকলা অ্যাকাডেমি পুরস্কার ও বঙ্গীয় সঙ্গীত পরিষদের 'বিভাকর' পুরস্কার। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সঙ্গীত অ্যাকাডেমি তাঁর গলায় রেকর্ড করা ১০০ টপ্পা ও পুরাতনী গান সংরক্ষিত করেছে। প্রয়াত সাহিত্যিক বুদ্ধদেব গুহ তাঁর কাছে ১০ বছর পুরাতনী গান ও টপ্পা শিখেছিলেন। এছাড়াও তাঁর কাছে গান শিখেছেন লোপামুদ্রা মিত্র, ঋদ্ধি বন্দ্যোপাধ্যায়, চন্দ্রাবলী রুদ্র-সহ আরো অনেক প্রথিতযশা শিল্পী। তিনি ছিলেন বাংলা পুরাতনী গানের শেষ যুগপুরুষ, নিজেই ছিলেন একটি প্রতিষ্ঠান। তাঁর প্রয়াণ বাংলা সংগীত জগতের অপূরণীয় ক্ষতি। পরিবারের অভিযোগ, যতদিন বেঁচে ছিলেন, সরকারের কাজ থেকে কোনো সুবিধা পাননি।

গঙ্গা ভাঙন নিয়ে মাস্টারপ্ল্যান করা উচিত কেন্দ্রের কাছে আর্জি মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব সংবাদদাতা, মালদহ: মালদহে গঙ্গার ভাঙন বড়ো সমস্যা। গঙ্গা ভাঙন নিয়ে মালদহের প্রশাসনিক পর্যালোচনা বৈঠকে কেন্দ্রের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পরিস্থিতি মোকাবিলায় কেন্দ্রের মাস্টারপ্ল্যান করা উচিত বলেও মন্তব্য করেন তিনি। বুধবার দুপুরে মালদহে প্রশাসনিক বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানে প্রশাসনিক আধিকারিকরা ছাড়াও ছিলেন জনপ্রতিনিধিরা। সবার সঙ্গে কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁদের অভাব-অভিযোগ শোনেন। বেশিরভাগ জনপ্রতিনিধিই মুখ্যমন্ত্রীর সামনে গঙ্গা ভাঙনের সমস্যার কথা তুলে ধরেন। বৈষ্ণবনগরের বিধায়ক চন্দনা সরকার জানান, গঙ্গা ভাঙনের জেরে নদী গর্ভে তলিয়ে গিয়েছে বহু ঘরবাড়ি। ফলে সেখানকার বাসিন্দারা আপাতত এলাকার ৩টি স্কুলে রয়েছেন। কিন্তু স্কুল খুললেই সমস্যা হবে। মুখ্যমন্ত্রীর কাছে সমস্যা সমাধানের আবেদন জানান চন্দনা। পাশাপাশি, পারদনাপুর থেকে ধুলিয়ান জেটিঘাট তৈরির কথাও বলেন তিনি। সমস্যা শুনে যথাসাধ্য সমাধানের চেষ্টার আশ্বাস দিয়েছেন মমতা।

নেপাল ও ভুটানে জলবিদ্যুৎ

৩ পাতার পর

তার মিশন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী, স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী আর বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের ৫০তম বার্ষিকী পালন করবে। এছাড়া, দেশবাসীর কাছে বঙ্গবন্ধুকে তুলে ধরবে। শ্রিংলা আশা করছেন, কোভিড পরিস্থিতির উন্নতি হলে রাষ্ট্রসংঘে ভারত ও বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে যৌথ ছবির প্রদর্শনী করবে। তিনি তথ্য প্রযুক্তি খাতে সহযোগিতার বিষয়েও কথা বলেন। আর এই খাতে নতুন প্রযুক্তি শেয়ার করারও আশা রাখেন। শ্রিংলা বলেন, বাংলাদেশে-ভারত পুনর্ব্যবহারযোগ্য জ্বালানিতে বিনিয়োগ করতে চায়। ভারতের বিদেশসচিব শিলিগুড়ি-পার্বতীপুর, ঢাকা-শিলিগুড়ি ও ঢাকা-জলপাইগুড়ি রেল যোগাযোগ ফের চালু করার ওপরও গুরুত্ব আরোপ করেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, বাংলাদেশও কোভিড-১৯ অতিমারির ধকল সামলে ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হচ্ছে। তিনি মুক্তিযুদ্ধের সময় পরিবারের অন্য সদস্যদের সঙ্গে তাঁর লুকিয়ে থাকার দিনের কথা স্মরণ করেন ও ভারতের স্বীকৃতি তাঁদের অভিভূত করেছে বলেও উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশের ৯৯% লোক বিদ্যুতের আওতায় রয়েছে। যেখানে গ্রিড লাইন নেই সেখানে সরকার সৌর বিদ্যুৎ সরবরাহ করছে। ভারতীয় হাইকমিশনার বিক্রম কুমার দোরাইস্বামী, ভারতের বিদেশমন্ত্রকের নীতি বিষয়ক উপদেষ্টা অশোক মল্লিক ও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিব ড. আহমদ কায়কাউস এই সাক্ষাৎকারের সময় হাজির ছিলেন।

হিন্দুস্তান পেপার কর্পোরেশন লিমিটেড (ইন লিকুইডেশন)-এর সম্পত্তি বিক্রয়ের বিজ্ঞপ্তি

(০২.০৫.২০১৯ তারিখে মাননীয় এনসিএলটি দ্বারা জারি নির্দেশিকা অনুযায়ী কোম্পানীটি লিকুইডেশন প্রক্রিয়ার অন্তর্গত)
রেজিস্টার্ড অফিস : সাউথ টাওয়ার, চতুর্থ তল, স্কোপ মিনার কমপ্লেক্স, লক্ষ্মী নগর, ডিষ্ট্রিক্ট সেন্টার, নিউ দিল্লি - ১১০০৯২

ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি কোড, ২০১৬ অনুযায়ী লিকুইডেশন পক্রিয়ায় থাকা (বৈদ্যুতিন নিলামের পদ্ধতির নথি দেখতে পারেন) হিন্দুস্তান পেপার কর্পোরেশন লিমিটেড কোম্পানীর নিম্নোক্ত সম্পত্তি বৈদ্যুতিন নিলামের মাধ্যমে ১০.০১.২০২২ তারিখে দুপুর ১২টা থেকে সন্ধ্যা ৬টার মধ্যে বিক্রয় করার জন্য **যেখানে যেমন সেখানে তেমন, যেটি যেমন সেটি তেমন, এটি যেমনই হোক ও কোনো পরিবর্তন ছাড়াই** বিক্রি করার জনবিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে ও বৈদ্যুতিন নিলামের পরিষেবা দেবে এমএসটিসি লিমিটেড। অংশগ্রহণ করতে ও নাম রেজিস্ট্রেশন করাতে লগ-অন করুন www.mstcecommerce.com ও আরো বিশদে শর্তাবলী জানতে দেখতে পারেন www.mstcindia.co.in.

স্থান	ঠিকানা / এলাকা	লট	সংরক্ষিত মূল্য	ইএমডি (টাকায়)
১. নাগোয়ান পেপার মিল (এনপিএম), (এইচপিসি লিমিটিডের একটি ইউনিট) ২. কাচার পেপার মিল (সিপিএম), (এইচপিসি লিমিটিডের একটি ইউনিট) (উভয় প্ল্যান্টের টেকনিক্যাল এরিয়া, টাউনশিপ এরিয়া সহ এনপিএম ও সিপিএমে পড়ে থাকা সব সম্পত্তি) ৩. হাফলং-এ লিজহোল্ড জমি।	১. নাগোয়ান পেপার মিল, জাগিরোড টাউনের কাছে, ন্যাশনাল হাইওয়ে নং ৩৭, জেলা-মরিগাঁও, আসাম। সম্পত্তিটি কমবেশি ৫৭৩.৯৫ একর জমির ওপর রয়েছে। ২. কাচার পেপার মিল, পঞ্চগ্রাম রেলওয়ে স্টেশনের কাছে, ন্যাশনাল হাইওয়ে নং ৫৩, বদরপুর উত্তর ও দক্ষিণ, তহশিল-আগলাপুর, জেলা-হাইলাকান্ডি, আসাম। সম্পত্তিটি কমবেশি ১০০৮ একর জমির ওপর রয়েছে। ৩. হাফলং, জেলা-ডিমা হাসাও কমবেশি ১০ কাঠা (পাটা নং ২৯৫, দাগ নং ২৫) জমি।	লট-১	৬৩০ কোটি	৩১.৫০ কোটি
১. গুয়াহাটিতে একটি রেসিডেন্সিয়াল ফ্ল্যাট (দ্রষ্টব্য নং-১)	ফ্ল্যাট নং ১০৩, প্রথম তল, ব্লক নং - এ-১৫, ন্যাশনাল গেমস ভিলেজ, ন্যাশনাল হাইওয়ে নং -৩৭, বোরসাজি, মৌজা-বেলতলা, জেলা : কামরূপ, আসাম ১২৫০ বর্গফুট সুপার বিল্টআপ জায়গা।	লট-২	০.৪৭ কোটি	২ লাখ
১. গুয়াহাটিতে একটি রেসিডেন্সিয়াল ফ্ল্যাট (দ্রষ্টব্য নং-১)	ফ্ল্যাট নং ১০৪, প্রথম তল, ব্লক নং - এ-১৫, ন্যাশনাল গেমস ভিলেজ, ন্যাশনাল হাইওয়ে নং -৩৭, বোরসাজি, মৌজা-বেলতলা, জেলা : কামরূপ, আসাম ১২৫০ বর্গফুট সুপার বিল্টআপ জায়গা।	লট-৩	০.৪৭ কোটি	২ লাখ
১. মুম্বইয়ে একটি রেসিডেন্সিয়াল ফ্ল্যাট	ফ্ল্যাট নং ৩০১, তৃতীয় তল, বিল্ডিং নং - ১৫(অনিকেত), প্রেম জ্যোতি হাউসিং সোসাইটি লিমিটেড, অফ চেম্বুর ম্যানখুর্দ লিঙ্ক রোড, চেম্বুর, জেলা : মুম্বই, পিন - ৪০০ ০৪৩, মহারাষ্ট্র। ৬৫২ বর্গফুট পরিমাপের কার্পেট এরিয়া।	লট-৪	১ কোটি	৫ লাখ
কলকাতার সল্টলেকে একটি হাউসিং কলোনি (লিজহোল্ড প্রপার্টি)	এইচসি ব্লক, ক্যালটরাটা হার্ট ক্লিনিক অ্যান্ড হসপিটালের কাছে, সেক্টর-৩, সল্টলেক সিটি, কলকাতা - ৭০০ ১০৬-এ লিজহোল্ড জমি সহ কনস্ট্রাকশন। কমবেশি ৯৯.৫৬ কাঠার জমি।	লট-৫	৫২.৬৫ কোটি	২.৬৩ কোটি
দিল্লির অফিস (লিজহোল্ড প্রপার্টি) স্কোপের ২৪.০৮.২০২১ তারিখে লেখা চিঠি ও অন্যান্য দাবি ও শর্তাবলী অনুযায়ী লট-৬-এর নিলাম শুধুমাত্র পিএসইউ সংস্থার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে।	স্কোপ মিনার, চতুর্থ তল, সাউথ টাওয়ার, কোর-৪, লক্ষ্মী নগর, ডিষ্ট্রিক্ট সেন্টার, নিউ দিল্লি - ১১০০০২ কমবেশি ৫৪৭.৬৪ বর্গমিটার	লট-৬	৯.২০ কোটি	৪৬ লাখ
নাগাল্যান্ড পাল্প অ্যান্ড পেপার কোম্পানি লিমিটেড-এর ১০০ টাকা করে ১, ১৩,৬২,২৩১টি ইক্যুটি শেয়ার।	নাগাল্যান্ড পাল্প অ্যান্ড পেপার কোম্পানি লিমিটেড (CIN - U21012NL1971SGC001349), রেজি. অফিস- পেপার নগর, পো : তুলি, জেলা : মোকোকচুং, নাগাল্যান্ড-৭৯৮৬২৩	লট-৭	১৩.৮০কোটি	৭০ লাখ

দ্রষ্টব্য :
১। এখানে শুধু বিক্রির চুক্তিই হয়ে রয়েছে ও উক্ত ফ্ল্যাটটি হিন্দুস্তান পেপার কর্পোরেশন লিমিটেড-এর নামে নথিভুক্ত নয়।
ইওআই জমা দেওয়ার শেষ দিন : ১৬.১২.২০২১, বিকেল ৫টা। কোনো ইওআই ১৬.১২.২০২১ তারিখের মধ্যে জমা না পড়লে নিলাম বাতিল হয়ে যাবে। http://hindpaper.in এই ওয়েবসাইটে আপলোড করে ইওআই চেয়ে নেওয়া হবে। এছাড়া সমস্ত বিষয়ে যোগাযোগ করবেন এই ই-মেল আইডিতে : kuverma@gmail.com / liquidation.hpcl@gmail.com.

কুলদীপ বর্মা
হিন্দুস্তান পেপার কর্পোরেশন লিমিটেডের লিকুইডেটর
আইবিবিআই রেজিস্ট্রেশন নং- আইবিবিআই / আইপিএ-০০১ / আইপি-পি০০০১৪ / ২০১৬-১৭ / ১০০৩৮
রেজিস্টার্ড ঠিকানা : ৪৬ বি.বি গাঙ্গুলী স্ট্রীট, পঞ্চম তল, ইউনিট নং- ৫০১, কলকাতা- ৭০০০১২
রেজিস্টার্ড ই-মেল : kuverma@gmail.com, ফোন : +৯১ ৯৮৩৬০ ৭৭৯০০
তারিখ : ০৯.১২.২০২১, স্থান : কলকাতা

এতদ্বারা সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, সত্‌নাম কৌর, রাজ কৌর, রবিন্দর সাওয়ানী, পরমজীত কৌর ও হরজীৎ কৌর, সকলের পিতা স্বর্গীয় যোধ সিং, সাকিম সাঁতা ডাঙ্গাল, পোষ্ট- বার্ণপুর, থানা- হীরাপুর, জেলা- পশ্চিম বর্ধমান, অদ্য ০৮/১২/২০২১ তারিখে তাহাদের মাতা স্বর্গীয় করতার কৌর - এর একমাত্র উত্তরাধিকারী দাবী করিয়া দরখাস্ত করিয়াছেন।
উপরোক্ত দরখাস্তকারীগণ ব্যাতীত স্বর্গীয় করতার কৌর - এর যদি অপর কোন উত্তরাধিকারী থাকেন, তাহা হইলে অবিলম্বে নিম্নে উল্লিখিত ব্যক্তির সহিত যোগাযোগ করুন।

সাম্‌স পারভেজ খান
আদালত, আইনজীবী, জেলা-পশ্চিম বর্ধমান
বর্ধমান, আসানসোল ফোন - ৯৪৭৫৫৩৬১৯৫

তনিমা ও সচ্চিদানন্দকে বহিষ্কার করল তৃণমূল

সুখবর ব্যুরো, কলকাতা: দলের নির্দেশ সত্ত্বেও মনোনয়নপত্র না তোলায় প্রয়াত তৃণমূল নেতা ও মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের বোন তনিমা চট্টোপাধ্যায়কে বহিস্কার করল তৃণমূল। একইসঙ্গে আরেক নির্দল প্রার্থী সচ্চিদানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়কেও বহিষ্কার করেছে তৃণমূল। এবার কলকাতা পুরভোটে তৃণমূল প্রার্থী না করায় এই ২ জন নির্দল হিসাবে মনোনয়ন জমা দিয়েছেন। ৬৮ নম্বর ওয়ার্ডে প্রথমে সুব্রতর বোন তনিমাকে টিকিট দিয়েছিল তৃণমূল। তাঁকে প্রতীকও দিয়ে দেওয়া হয়। পরে তৃণমূল তনিমাকে প্রতীক ফিরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেয়। তৃণমূল সূত্রের খবর ওই ওয়ার্ডে প্রার্থী হওয়ার জন্য সুব্রতর পরিবারেই একাধিক দাবিদার ছিলেন। শেষমেষ ওই ওয়ার্ডের প্রাক্তন কা